প্রশ্ন- ১০ ঃ মাসিক মদিনা মার্চ'০৩ সংখ্যার ৩৯ পৃষ্ঠায় আবদুল্লাহ্ ইবনে সামছ ১০ নং দাবী করেছে- *"মাযারে এসে বাচ্চাদের চল্লিশা করা, বাচ্চাদের মাথার চুল কামানো এবং মাযারে শিরনী রান্না করে তা বিতরণ করা কুসংস্কার- শরিয়ত বহির্ভূত। এসব কাজ যদি কবরস্থ অলী আল্লাহ্কে "কাযিউল হাজাত" (মকসুদ পূরণকারী) মনে করে করা হয়- তবে তা শির্ক হবে"*। তার এ দাবী সঠিক কি না?

ফতোয়া ঃ কোন্ কিতাবে লিখা আছে যে, মাযারে এসে বাচ্চাদের চল্লিশা করা, মাথার চুল কামানো বা শিরনী রান্না করে তা বিতরণ করা শরিয়ত বহির্ভূত ও কুসংস্কার? -তিনি তা উল্লেখ করেন নি এবং শরিয়তের কোন দলীলও পেশ করেননি- **তাই তার দাবীটিই শরিয়ত বহির্ভূত।**

www.sunnibarta.com

তার শর্তাধীন কথায় বুঝা যায়- মাযারে গিয়ে এসব কাজ না করে কেউ যদি নিজ বাড়ীতে করে, তাহলে শরিয়তসম্মত হবে। যদি বাড়ীতে করা জায়েয হয়- তাহলে মাযারে গিয়ে করা নাজায়েয হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা, মাযারে গিয়ে এসব করার উদ্দেশ্য হচ্ছে- মাযারস্থ অলী-আল্লাহ্‌র দোয়া নেয়া ও বরকত হাসিল করা। কোন সুন্নী মুসলমান অলী-আল্লাহ্‌গণকে "কাযিউল হাজাত" বা মকসুদ পূরণকারী মনে করে না- বরং খোদার কাছে সুপারিশকারী ও ওছিলা বলে বিশ্বাস করে। হাঁ, ওহাবীদের কথা স্বতন্ত্র। তারা এরূপ মনে করতে পারে। না হলে বলে কেন? অনুমান করে শরিয়তের কথা বলা মহাপাপ।

আজমীর শরীফ বা বাগদাদ শরীফ অথবা হযরত শাহজালাল (রহঃ) প্রমূখ অলী-আল্লাহ্‌গণের মাযারে যিয়ারতকারীগণ শিরনী রান্না করে ফকির মিছকিনদের মধ্যে বিতরণ করে তার সাওয়াব খাজা গরীব নওয়ায, বড়পীর সাহেব অথবা হযরত শাহজালালের রূহে বখশিষ করে দেন। এটা হাদীস মোতাবেক শুদ্ধ ও জায়েয। দেখুন! হযরত বিবি মরিয়মের আম্মা নিয়ত করেছিলেন- তিনি তাঁর গর্ভস্থ সন্তানকে বায়তুল মোকাদ্দাস-এর খেদমতে ওয়াক্‌ফ করে দিবেন। হযরত মরিয়মের জন্মের পর আল্লাহ্ তায়ালা সে নিয়ত পূরণ করার জন্য নির্দেশ করেন। বায়তুল মোকাদ্দাস একটি ইবাদতের ঘর- কোন অলী-আল্লাহ্ নন। ঘরের নিয়ত করা যেমন জায়েয- তদ্রুপ অলী-আল্লাহ্‌র মাযারের নিয়ত করাও জায়েয।

(ক) এ প্রসঙ্গে দলীল হিসাবে আবু দাউদ শরীফের একখানা হাদীস- যা মিশকাত শরীফে সংকলিত হয়েছে- তা উল্লেখ করা আবশ্যক বলে মনে করি। মিশকাত শরীফ 'বাবুন নুযুর' অধ্যায়ে উল্লেখ আছে-

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ نَذَرَ رَجُلٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّنْحَرَ اِبِلاً بِبُوَّانَةَ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ فِيْهَا وَثَنٌ مِّنْ اَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالُوْا لَا- قَالَ هَلْ كَانَ فِيْهَا عِيْدٌ مِّنْ اَعْيَادِهِمْ؟ قَالُوْا لَا- فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْفِ

www.sunnibarta.com

بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلَا فِيْمَا لَايَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ –

অর্থ ঃ হযরত সাবেত ইবনে যাহহাক (রাঃ) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার যুগে এরূপ মানত করেছিলেন যে, তিনি "বুয়ানাহ্" নামক এক জায়গায় একটি উট যবেহ্ করবেন। (বুয়ানাহ্ একটি জায়গার নাম- যা মক্কা থেকে ইয়ালমলমের পথে মধ্যখানে নিম্ন ভূমিতে অবস্থিত)। অতঃপর তিনি রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে ঐ মানতের বিষয়টি জানালেন। হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন- ওখানে কি জাহেলিয়াত যুগের কোন মূর্তিপূজা হয়? সাহাবীগণ বললেন- না। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন- ওখানে কি মুশরিকদের মেলা বসে? সাহাবীগণ বললেন- না। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন- তাহলে তোমার নিয়ত ও মানত পূরন করো। কারণ, আল্লাহ্র নাফরমানী হয়- এমন বিষয়ে মানত পূরণ করা জায়েয নয় এবং আদম সন্তান যে জিনিসের মালিক নয় এমন মানত পূরণ করাও জায়েয নেই"। (আবু দাউদ ও মিশকাত আরবী– পৃষ্ঠা ২৯৮ বাবুন্ নুযুর)।

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নির্দ্দিষ্ট কোন জায়গায় গিয়ে ঐ জায়গার মানত পূরন করা জায়েয- যদি ঐ জায়গায় কোন মূর্তিপূজা বা মুশরিকদের মেলা না হয়। অলী-আল্লাহ্দের মাযার উপরোক্ত দুইটির কোনটিই নয়। সুতরাং, এখানে গিয়ে চল্লিশা করা, চুলকাটা বা শিরনী বিতরণের মানত পূরন করা উক্ত হাদীস মতে জায়েয। ইবনে সামছ সম্ভবতঃ মিশকাত শরীফও পড়েননি। তিনি একজন গন্ডমূর্খ লোক। তার কথার কোনই মূল্য নেই। মাসিক মদিনা চোখ বন্ধ করে বা কোনরূপ যাচাই বাছাই না করেই উক্ত মতামত ছাপিয়ে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেছে। বাতিলপন্থীরা বিনা দলীলে দাবী করে ছোট্ট- কিন্তু খন্ডন করতে কষ্ট করতে হয় আমাদের। আল্লাহ্র কাছেই এর প্রতিদান চাই।

সিহাহ্ সিত্তার উক্ত হাদীস গ্রন্থে (আবু দাউদ) রাসুলে পাকের বানী দ্বারা কোন নির্দিষ্ট স্থানে মানত পূরণ করার বৈধতা প্রমানিত হওয়া সত্ত্বেও যারা এটাকে শরিয়ত বহির্ভূত বা শিরক বলে- তারা মূলতঃ নবীজীর উপরই ঐ ফতোয়া জারী

www.sunnibarta.com

করে। আমরা সুন্নী মুসলমান নবীজীর অনুসরণ করি মাত্র। আমাদের সমালোচনা করলে তা নবীজীর উপরই বর্তায়। খোদা তায়ালা এসব বেদ্বীন থেকে পানাহ্ দিন।

www.sunnibarta.com